৯ই রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী (সম্ভাব্য ২৩ই আগস্ট, ২০২৬ইং)
বাংলাদেশ জুড়ে ইউসি পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য

ফয়যানে মিলাদ ইজতিমার বয়ান

রিসালতের যুগের সমাপ্তির প্রতি লাখো সালাম

এই বয়ানে আপনারা জানতে পারবেন...

- ★... ইজতিমা করো..!! খুশি উদযাপন করো..!!
- ★... খতমে নবুয়ত আকিদার গুরুত্ব
- ★... সীরাতে মুস্তফার পূর্ণাঙ্গতা
- ★... উম্মতের উপর নবীর হকসমূহ

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(Islamic Research Center)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দুরুদ শরীফের ফযীলত ৩
বয়ান শোনার নিয়তসমূহ ৪
ইজতিমা করো! খুশি উদযাপন করো...!! ৫
এটিই হলো আনন্দের সময় ৫
সর্বশেষ নবী ৬
ফেরেশতা নবুয়তের মোহর লাগিয়ে দিলেন ৭
প্রিয় আক্বা সর্বশেষ নবী ৯
খতমে নবুয়ত আকিদার গুরুত্ব ১০
লওহে মাহফুয এবং খতমে নবুয়ত আকিদা ১২
হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এবং খতমে নবুয়ত আকিদা ১৩
সর্বশেষ হওয়ার মাঝে লুকায়িত ফযিলত ১৪
(১) ইলমে মুস্তফার বিশালতা ১৪
পুরো পৃথিবীকে দেখে নিলেন ১৫
(২) পূর্ণাঙ্গ দ্বীনওয়ালা নবী ১৬
(৩) বিশ্বজনীন নবুয়ত ১৭
(৪) পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম সীরাত ১৮
সীরতে মুস্তফার ব্যাপকতা ১৯
সর্বপ্রথম ও মহান আমাদের নবী ২০
উম্মতের জন্য খতমে নবুওয়তের ফয়যান ২৪
১২টি দ্বীনি কাজ করুন...!! ২৬

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দুরুদ শরীফের ফযীলত

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত: যখন তোমরা প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরুদ পড়ো তখন উত্তম পন্থায়, সর্বোত্তম শব্দ সহকারে পড়ো! তোমরা কী জানো, হয়তো এই দরুদ শরীফ হুযুরের দরবারে উপস্থাপন করা হবে। **(আল কাওলুল বদী, পৃষ্ঠা: ৫৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই রিওয়ায়তে ভালো থেকে ভালো শব্দ সহকারে দরুদ শরীফ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই উত্তম শব্দগুলো কী হবে...?? ইরশাদ হয়েছে: (যখন দরুদ পড়বে তখন) এভাবে দরুদ পড়ো!

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتَكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيّٖنَ

অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক! সকল রাসূলের সরদার, মুত্তাকীদের ইমাম, সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি তোমার দরূদ, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ করো। **(আল কাওলুল বদী, পৃষ্ঠা: ৫৭)**

مصطفٰی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام
شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام
شہر یارِ اِرم تاجدارِ حرم
نَو بہارِ شفاعت پہ لاکھوں سلام
فتحِ بابِ نُبوّت پہ بے حد درود
ختمِ دورِ رسالت پہ لاکھوں سلام

মুস্তফা জানে রহমত পে লাখোঁ সালাম
শময়ে বজমে হেদায়েত পে লাখোঁ সালাম
শহর ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম
নও বাহারে শাফায়াত পে লাখোঁ সালাম
ফাতহে বাবে নবুয়ত পে বে-হদ দরূদ
খতমে দাউরে রিসালত পে লাখোঁ সালাম

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ২৯৫-২৯৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়তসমূহ

হাদীসে পাকে রয়েছে: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ৬৫, হাদীস: ১)**

হে আশিকানে রাসূল! ভালো ভালো নিয়তের মাধ্যমে আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। আসুন! বয়ান শোনার পূর্বে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই। নিয়ত করুন: ✯ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনব ✯ আদবের সহকারে বসব ✯ গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব ✯ যা শুনব, তা মনে রাখার, নিজে আমল করার এবং অন্যদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইজতিমা করো! খুশি উদযাপন করো...!!

হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام যিনি প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রায় ১৭০০ বছর পূর্বে দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছিলেন, সেই সময় হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন: سَبِّحُوا الرَّبَّ تَسْبِيْحًا جَدِيْدًا এখন এক নতুন রঙে আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করো! سَبِّحُوْهُ فِيْ مَجْمَعِ الْاَبْرَارِ নেককার লোকদের ইজতিমা সাজাও! সেই ইজতিমায় আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করো!

তিনি আরও বলেন: উচিত যে, বনী ইসরাঈল খুশি উদযাপন করবে, চেহারা প্রফুল্ল করে খুশির বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে; কারণ নূরে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অচিরেই চমকাতে যাচ্ছে। **(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, পৃষ্ঠা: ৭১)**

سُبْحٰنَ اللهজানা গেল;

رُسُل اِنہی کا تو مژدہ سُنانے آئے ہیں | اِنہی کے آنے کی شادی رَچانے آئے ہیں

রুসুল ইনহি কা তো মুঝদা সুনানে আয়েঁ হেঁ
ইনহি কে আনে কী শাদী রাচানে আয়েঁ হেঁ

(সামানে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৩৭)

এটিই হলো আনন্দের সময়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه যাঁর আগমনের চর্চা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام করতে থাকতেন, যাঁর আগমনের খুশি উদযাপনের প্রতি আল্লাহ পাকের নবীরা মানুষকে উৎসাহিত করতে থাকতেন, সেই মাহবুবে রহমান, মাক্কী-মাদানী সুলতান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের মতো

গুনাহগারদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করার জন্য সর্বশেষ নবী হয়ে তাশরীফ এনেছেন।

خالقِ کل اے ربِّ علیٰ، شکر ترا کیونکر ہو ادا
جو اِس محفل میں آیا، ہو اُس پر بھی فضل ترا

ہم کو وہ محبُوب دیا رُتبہ جس کا سب سے سِوا
لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ! آمَنَّا بِرَسُوْلِ اللہ!

খালিকে কুল এ্যয় রব্বে উলা, শুকর তেরা কিউঁকর হো আদা
হাম কো ওহ মাহবুব দিয়া রুতবা জিস কা সব সে সিওয়া
জো ইস মাহফিল মে আয়া, হো উস পর ভী ফযল তেরা
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! আমান্না বি-রাসূলিল্লাহ!

(দিওয়ানে সালিক, পৃষ্ঠা: ৩১-৩৪)

সর্বশেষ নবী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের আক্বা, আমাদের মাওলা, আমাদের আশ্রয়দাতা, আমাদের সহায়, মাক্কী-মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বশেষ নবী। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ﴿۴۰﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন, হ্যাঁ, আল্লার রাসূল হন এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ এবং আল্লাহ সবকিছুই জানেন।

এই আয়াতে করীমার তাফসীর ✯ স্বয়ং সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও করেছেন ✯ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانও এর তাফসীর বর্ণনা করেছেন ✯ তাবেয়ীনগণও বর্ণনা করেছেন ✯ মোটকথা

১৫ শতাব্দীর সমস্ত ওলামা, মুহাক্কিকীন, মুসান্নিফীন, মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিসীন, সমস্ত উম্মতে মুসলিমা ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই তাফসীরই করেছেন যে, মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বশেষ নবী। তাঁর বিলাদতের পর কিয়ামত পর্যন্ত কোনো নতুন নবী জন্ম নেবে না।

(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ১৪/৩৩৩)

شہِ انبیا ہے، خُدا کا ہے پیارا — وہ نبیوں میں سُن لو! نبی آخری ہے
مُحَمَّد ہے اَحْمَد، ہے سُلطانِ بطحا — وہ نبیوں میں سُن لو! نبی آخری ہے

শাহে আম্বিয়া হে, খোদা কা হে পেয়ারা
ওয়হ নবিয়োঁ মে সুন লো! নবী আখেরী হে
মুহাম্মদ হে আহমদ, হে সুলতানে বাতহা
ওয়হ নবিয়োঁ মে সুন লো! নবী আখেরী হে

ফেরেশতা নবুয়তের মোহর লাগিয়ে দিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় তাশরীফ আনলেন, সেই সময় উম্মে মুস্তফা হযরত সায়্যিদা আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا অনেকগুলো আজব বিষয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আল্লাহ পাকের কুদরতের বড় বড় নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে একটি ঘটনা বর্ণনা করে তিনি বলেন: আমি যা কিছু দেখছিলাম, সবেমাত্র এর উপর আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে, হঠাৎ ৩ জন নূরানী ব্যক্তি আমার সামনে প্রকাশিত হলো। তাঁদের চেহারা থেকে এত নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তাঁদের চেহারায় সূর্য উদিত হয়েছে। ✯ তাঁদের একজনের হাতে রূপার সুন্দর একটি জগ ছিল, যা থেকে মেশকের সুগন্ধ বের হচ্ছিল ✯ দ্বিতীয় জনের হাতে সবুজ যমরুদের ৪

কোণ বিশিষ্ট বড় একটি থালা ছিল ✯ তৃতীয় জনের হাতে রেশমী কাপড়ে মোড়ানো কোনো বস্তু ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাঁর হাতে বড় থালাটি ছিল, তিনি থালাটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে ধরলেন এবং আরয করলেন: হে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটি দুনিয়া, আপনি পছন্দ করুন কোন কর্ণারটি পছন্দ করবেন? সায়্যিদা আমেনা رَضِيَ اللهُ عَنْهَا বলেন: তা শুনে আমার কৌতূহল হলো যে, দেখি আমার নয়নমণি কোন কর্ণারটি পছন্দ করেন। ঠিক তখনই মাহবুব আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মুবারক হাত তুললেন এবং থালার ঠিক মাঝখানে রেখে দিলেন। সেই ব্যক্তি ৩ বার বললেন: রাব্বে কাবার শপথ! আপনি কাবাকে পছন্দ করেছেন; আল্লাহ পাক কাবাকে আপনার কিবলা নির্ধারণ করবেন।

دو عالم میں روشن ہے اِکّا تمہارا
ہوالامکاں تک اُجالا تمہارا

بنایا تمہیں حق نے مختار و حاکم
وہ کیا ہے نہیں جس پہ قبضہ تمہارا

بتوں سے کیا پاک قبلہ بنایا
ہے مَمنُون و شاکِر یہ کعبہ تمہارا

দো আলম মে রৌশন হে ইক্কা তুমহারা
হুয়া লা'মাকাঁ তক উজালা তুমহারা
বানায়া তুমহে হক নে মুখতার ও হাকিম
ওহ কিয়া হে নেহীঁ জিস পে কবযা তুমহারা
বুতোঁ সে কিয়া পাক কিবলা বানায়া
হে মামনুন ও শাকির ইয়ে কাবা তুমহারা

এরপর তৃতীয় যে ব্যক্তি ছিলেন, তিনি রেশমী কাপড়টি খুললেন, এর ভেতর থেকে একটি মোহর বের করলেন, এমন উজ্জ্বল মোহর ছিল যা দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। এই মোহরটিকে রূপার পাত্রে ৭ বার গোসল

করানো হলো, এরপর মাহবুব আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুই কাঁধের মাঝখানে মোহর (খতমে নবুয়ত) লাগিয়ে দিলেন।

(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, পৃষ্ঠা: ১৬৮)

প্রিয় আক্বা সর্বশেষ নবী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক কাঁধের পেছনের দিকে কবুতরের ডিমের মতো উঁচু মাংসপিণ্ড ছিল, তা থেকে নূরানী জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতো এবং মেশকের মতো সুগন্ধ সুবাসিত হতো। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোতে তাঁর নিদর্শনের মধ্যে একটি নিদর্শন এটিও বর্ণনা করা হয়েছিল যে, তাঁর পিঠ মুবারকে নবুয়তের মোহর থাকবে।

এই মুবারক মোহর তাঁর মুবারক কাঁধের উপর কেন ছিল...? মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ অর্থাৎ তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে নবুয়তের মোহর ছিল, কারণ তিনি সর্বশেষ নবী।

(শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ১২, হাদীস: ৭)

হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: যে পাত্রে (বা সিন্দুকে) অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ থাকে, তাঁর উপর মোহর (সিল) লাগিয়ে দেওয়া হয়, যাতে কেউ তা খুলতে না পারে (যেমন আজকাল আমাদের নিকট পার্সেল যখন আসে, ধরুন আমরা দূর থেকে কোনো দামী জিনিস অর্ডার দিলে পার্সেল সীল করা থাকে, এটি এজন্যই থাকে যাতে কেউ সেই পার্সেল খুলতে না পারে; কেউ খোলার চেষ্টা করলে ধরা পড়বে)। অতএব আল্লাহ পাক নবুয়তের সমস্ত নূর ও সমস্ত ফয়যান প্রিয় আক্বা, মক্কী

মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তরের ভেতর রেখে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। এটি এই বিষয়ের নিদর্শন ছিল যে, নবুয়ত তাঁর মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়েছে, এখন কিয়ামত পর্যন্ত কোনো নতুন নবী জন্ম নিবে না।

(উমদাতুল ক্বারী, ৩/২৪২, ৩৪৯নং হাদীসের পাদটীকা)

نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی
لگا کر پشت پر مُہرِ نبوت حق تعالیٰ نے

وہ ہیں شاہِ رسل ختمِ نبوت اِس کو کہتے ہیں
اِنہیں آخر میں بھیجا خاتمیت اِس کو کہتے ہیں

নেহীঁ হে অওর না হোগা বাদ আক্বা কে নবী কোয়ি
ওহ হে শাহে রুসুল খতমে নবুয়ত ইস কো কেহতে হে
লাগা কর পুশত পর মোহরে নবুয়ত হক তাআলা নে
ইনহেঁ আখের মে ভেজা খাতমিয়্যত ইস কো কেহতে হে

(কাবালায়ে বখশীশ, পৃষ্ঠা: ২০৭)

খতমে নবুয়ত আকিদার গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়টি সর্বদা মনে রাখবেন যে, খতমে নবুয়ত আকিদা কোনো সাধারণ গুরুত্বের আকিদা নয় বরং এটি দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ইসলামে তাওহীদ আকিদার যে গুরুত্ব, খতমে নবুয়ত আকিদারও সেই একই গুরুত্ব। মুসলমান হওয়ার জন্য যেমন لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এর স্বীকৃতি দেওয়া জরুরী, তেমনই প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সর্বশেষ নবী হিসেবে মানাও জরুরী। **(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ১৫/৬৩০)** কালেমা তৈয়্যবা যা পড়ে কাফের মুসলমান হয়; لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ এই কালেমায় যে মুহাম্মদ শব্দটি রয়েছে, তা দ্বারা অন্য কেউ নয় বরং সেই মাহবুবে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই উদ্দেশ্য, যাঁর মাথায় রাব্বে কায়নাত خَاتَمُ النَّبِيّٖن (অর্থাৎ

সর্বশেষ নবী) এর মুকুট পরিয়েছেন। তাই যে ব্যক্তি কলেমা তৈয়্যবা তো পড়বে কিন্তু হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সর্বশেষ নবী হিসেবে মানবে না, সে কখনও মুসলমান হতে পারে না।

بعد آپ کے ہر گز نہ آئے گا نبی نیا	واللہ !اِیماں ہے مرا، اے آخری نبی
سب انبیا کے ہو تمہیں سردار لاَجَرم	تم سا نہیں ہے دوسرا، اے آخری نبی
دے دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے	روزِ قیامت بخشوا، اے آخری نبی

বাদ আপ কে হারগিয না আয়ে গা নবী নয়া
ওয়াল্লাহ! ঈমাঁ হে মেরা এ্যয় আখেরী নবী
সব আম্বিয়া কে হো তুমহি সরদার লা-জারাম
তুম সা নেহীঁ হে দুসরা এ্যয় আখেরী নবী
দে দে শফায়াত কী মুঝে খয়রাত খায়র সে
রোযে কিয়ামত বখশওয়া এ্যয় আখেরী নবী

*__*__*

محمد مصطفیٰ	سب سے آخری نبی!	احمد مجتبیٰ	سب سے آخری نبی!
آمنہ کا لاڈلہ	سب سے آخری نبی!	شاہِ ہر دوسرا	سب سے آخری نبی!
تاجدارِ انبیا	سب سے آخری نبی!	ہیں حبیب کبریا	سب سے آخری نبی!
ہیں شفیع الورا	سب سے آخری نبی!	عاصیوں کا آسرا	سب سے آخری نبی!
اعتقادِ فاطمہ	سب سے آخری نبی!	ہے یقین عائشہ	سب سے آخری نبی!
عقیدہ سب صحابہ کا!	سب سے آخری نبی!	عقیدہ اَہلِ بیت کا!	سب سے آخری نبی!
عقیدہ غوث پاک کا!	سب سے آخری نبی!	اَوْلیا نے بھی کہا!	سب سے آخری نبی!
شیخ و شاب نے کہا	سب سے آخری نبی!	بچہ بچہ بول اُٹھا	سب سے آخری نبی!
ہے عقیدۂ رضا	سب سے آخری نبی!	نعرہ ہے عطّار کا	سب سے آخری نبی!

মুহাম্মদে মুস্তফা সব সে আখেরী নবী!
আহমদে মুজতাবা সব সে আখেরী নবী!
আমেনা কা লাডলা সব সে আখেরী নবী!
শাহে হার দোসরা সব সে আখেরী নবী!
তাজদারে আম্বিয়া সব সে আখেরী নবী!
হে হাবীবে কিবরিয়া সব সে আখেরী নবী!
হে শফীউল ওয়ারা সব সে আখেরী নবী!
আসিওঁ কা সাহারা সব সে আখেরী নবী!
এ'তেকাদে ফাতেমা সব সে আখেরী নবী!
হে ইয়াকিনে আয়েশা সব সে আখেরী নবী!
আকিদা সব সাহাবা কা! সব সে আখেরী নবী!
আকিদা আহলে বাইত কা! সব সে আখেরী নবী!
আকিদা গাউসে পাক কা! সব সে আখেরী নবী!
আউলিয়া নে ভী কাহা! সব সে আখেরী নবী!
শায়খ ও শাব নে কাহা সব সে আখেরী নবী!
বাচ্চা বাচ্চা বোল উঠা সব সে আখেরী নবী!
হে আকিদায়ে রযা সব সে আখেরী নবী!
নারা হে আত্তার কা সব সে আখেরী নবী!

(ওয়াসায়িলে ফিরদাউস, পৃষ্ঠা: ৫১-৫২)

লওহে মাহফুয এবং খতমে নবুয়ত আকিদা

হাদীসে পাকের বিখ্যাত কিতাব মুসলিম শরীফে রয়েছে: আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক আকাশ ও জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টির তাকদীর লিখেছেন। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১০২৩, হাদীস: ২৬৫৩)** রিওয়ায়তে রয়েছে: সেই সময়

লওহে মাহফুযে যা কিছু লেখা হয়েছিল, তাতে এও ছিল: اَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّين। নিশ্চয়ই মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বশেষ নবী। **(মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ, ১/২৮)**

হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এবং খতমে নবুয়ত আকিদা

হাদীসে পাকে রয়েছে: যখন আল্লাহ পাক হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সৃষ্টি করলেন তখন তাঁকে তাঁর সন্তানদের দেখানো হলো। তিনি আপন সন্তানদের মধ্যে কাউকে কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেখলেন। এরপর তিনি একদম শেষে একটি সুউচ্চ ও জ্যোতির্ময় নূর দেখলেন। আরয করলেন: ইয়া রব! এ কে? ইরশাদ হলো: হে আদম! ইনি আপনার পুত্র আহমদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ; তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি (কিয়ামতের দিন) সবার আগে শাফায়াত করবেন এবং তাঁর শাফায়াতই সর্বপ্রথম কবুল করা হবে। **(মুখতাসার তারিখে দামেশক, ২/১১১)** ❖ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ পাকের নবী হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর দুই কাঁধের মাঝখানে লেখা ছিল: مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ خَاتَمُ النَّبِيِّين অর্থাৎ মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।

(মুখতাসার তারিখে দামেশক, ২/১৩৭)

تاجدارِ انبیا!	سب سے آخری نبی!	ہیں حبیبِ کبریا!	سب سے آخری نبی!
عقیدہ سب صحابہ کا!	سب سے آخری نبی!	عقیدہ اَہلِ بیت کا!	سب سے آخری نبی!

তাজদারে আম্বিয়া! সব সে আখেরী নবী!
হে হাবীবে কিবরিয়া! সব সে আখেরী নবী!
আকিদা সব সাহাবা কা! সব সে আখেরী নবী!
আকিদা আহলে বাইত কা! সব সে আখেরী নবী!

(ওয়াসায়িলে ফিরদাউস, পৃষ্ঠা: ৫১)

সর্বশেষ হওয়ার মাঝে লুকায়িত ফযিলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল হন এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ।

আল্লাহ পাক মুস্তফার এই যে গুণ আলোচনা করলেন যে, তিনি হলেন خَاتَمُ النَّبِيِّين, সর্বশেষ নবী। মনে রাখবেন; এটি কেবল একটি গুণ নয়, কেবল একটি ফযিলত নয় বরং এটি মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন এক গুণ, যা বহু গুণের সমাহার।

তা কীভাবে...? শুনুন! আমাদের আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বশেষ নবী, অর্থাৎ সর্বশেষ হাদী (পথপ্রদর্শক)। এই স্থানে অর্থাৎ নবুয়তের বিষয়ে সর্বশেষ হওয়ার অনেকগুলো দাবী রয়েছে। যেমন;

(১) ইলমে মুস্তফার বিশালতা

✯ সর্বশেষ নবী হওয়ার অর্থ হলো যে, এখন কিয়ামত পর্যন্ত কোনো নতুন নবী আসবে না। সুতরাং জরুরী হলো; যে সর্বশেষ হবে, তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের ইলমও থাকতে হবে; তবেই কিয়ামত পর্যন্ত হেদায়েত যথেষ্ট হবে। যে নবী সর্বশেষ হবেন কিন্তু মাত্র কয়েক শতাব্দীর তথ্য রাখবেন, তার পরবর্তীর জ্ঞান তাঁর নিকট না থাকলে, স্বাভাবিকভাবেই তিনি আগামী প্রজন্মকে হেদায়েত দিতে পারবেন না। আর যখন আগামী প্রজন্মকে হেদায়েত দিতে পারবেন না তখন নতুন নবীর প্রয়োজন দেখা দেবে। সুতরাং জরুরী হলো যিনি সর্বশেষ নবী হবেন, তাঁর

নিকট কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত অবস্থার জ্ঞান থাকতে হবে। সেই সর্বশষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামত পর্যন্ত আসা প্রত্যেকটি মুহূর্ত, প্রত্যেকটি শতাব্দী, প্রত্যেকটি সমাজ, প্রত্যেক ধরণের আধুনিকতা এবং প্রতিটি যুগে পরিবর্তনশীল মানুষের স্বভাব, প্রথা ও রীতি সম্পর্কে খুব ভালো ওয়াকিফহাল হতে হবে; তবেই তিনি কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারীদের জন্য হেদায়েতের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারবেন। সুতরাং আল্লাহ পাক যখন ইরশাদ করলেন:

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল হন এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ।

তবে এই মহান বাণীতে এই ঘোষণাও অন্তর্ভুক্ত যে, আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অত্যন্ত ব্যাপক ইলমের অধিকারী। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত আসা প্রত্যেক শতাব্দীতে প্রত্যেক মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় পূর্ণ ইলম রাখেন। তাঁর ইলম কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারীদের জন্য পরিবেষ্টনকারী।

পুরো পৃথিবীকে দেখে নিলেন

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ اللّٰهَ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰى كَفِّيْ هٰذِهٖ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার জন্য পৃথিবীকে উঠিয়ে নিলেন, অতঃপর আমি একে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এতে যা কিছু ঘটতে যাচ্ছে, সবকিছু এমনভাবে দেখছি, যেমন আমি আমার এই হাতের তালুকে দেখছি।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৮/৩৬৫, হাদীস: ১৪০৬৭)

فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر | بس قسم کھایئے اُمی تری دانائی کی

ফরশ তা আরশ সব আয়নায়ে যামাইর হাযির
ব্যস কসম খাইয়িয়ে উম্মি তেরী দানায়ি কী

ব্যাখ্যা: জমিন থেকে আরশ পর্যন্ত, সাত জমিনের নিচে থেকে শুরু করে সাত আসমানের উপর পর্যন্ত যা কিছু বিদ্যমান আছে, তা প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চোখের সামনে একটি স্বচ্ছ আয়নার মতো উপস্থিত ও বিদ্যমান। অর্থাৎ তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা নজর দিতে পারেন। হে আমার প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের আসলেই আপনার প্রজ্ঞা ও ইলমের কসম খাওয়া উচিত।

سُبْحٰنَ اللهِ! আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কত মহান...!! পুরো জমিন যার মোট আয়তন প্রায় ৫১০ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার, প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা পাকের পুণ্যভূমিতে বসে পুরো পৃথিবীকে এমনভাবে দেখছেন যেমন মানুষ নিজের হাতের তালু দেখে।

(২) পূর্ণাঙ্গ দ্বীনওয়ালা নবী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সর্বশেষ নবী হওয়ার একটি দাবী হলো; যিনি সর্বশেষ নবী হবেন তাঁর নিকট হেদায়েত পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম হতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই যদি কিয়ামত পর্যন্ত আসা প্রতিটি সমাজের জন্য হেদায়েত না থাকে তবে তাদের নতুন নবীর প্রয়োজন হবে। উদাহরণস্বরূপ ১৫০০ বছর আগের যে যুগ ছিল এবং বর্তমানের যে যুগ, তাতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। আগে উটের পিঠে সফর হতো, এখন মানুষ

আকাশে উড়ে। আগে কবুতরের মাধ্যমে সংবাদ পাঠানো হতো, এখন মোবাইলের যুগ। আগে হাতে কাজ হতো, এখন মেশিনের যুগ। যদি ইসলামের নিকট আজকের যুগের মানুষের জন্য হেদায়েত বিদ্যমান না থাকত তবে আজকের মানুষের নতুন হেদায়েতের প্রয়োজন হতো। সুতরাং জরুরী হলো যিনি সর্বশেষ নবী হয়ে তাশরীফ আনবেন তাঁর নিকট হেদায়েতও পূর্ণাঙ্গ হতে হবে, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারীদের জন্য সেই হেদায়েত যথেষ্ট হয়। অতএব আল্লাহ পাক যা ইরশাদ করেছেন:

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল হন এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ।

এটি কেবল খতমে নবুয়ত আকিদার বর্ণনা নয় বরং এই বিষয়ের ঘোষণাও রয়েছে যে, পূর্বে যেই আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام তাশরীফ এনেছিলেন তাঁদের যেই দ্বীন ছিল তা যুগের সীমাবদ্ধতায় ছিল, তাঁদের দেওয়া হেদায়েত তাঁর যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এখন যেই মাহবুব নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ এনেছেন তাঁর হেদায়েত পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। এই নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে মানবতাকে তা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রত্যেক প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য যথেষ্ট।

(৩) বিশ্বজনীন নবুয়ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সর্বশেষ নবী হওয়ার একটি দাবী এও যে, যিনি সর্বশেষ নবী হয়ে তাশরীফ আনবেন তাঁর নবুয়ত হবে বিশ্বজনীন। স্বাভাবিকভাবেই সর্বশেষ নবী যদি একটি অঞ্চলের নবী হন তবে অন্য

অঞ্চলের মানুষের জন্য নতুন নবীর প্রয়োজন হবে। সুতরাং আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ
(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল হন এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ।

এটি এই বিষয়েরও ঘোষণা যে, পূর্বে যেই নবীরা তাশরীফ আনতেন তাঁরা নিজ নিজ অঞ্চলের নবী হতেন। ✯ হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام বাবেল বাসীর প্রতি নবী হয়ে তাশরীফ এনেছিলেন ✯ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বনী ইসরাঈলের প্রতি নবী হয়ে তাশরীফ এনেছিলেন ✯ হযরত হুদ عَلَيْهِ السَّلَام আদ সম্প্রদায়ের প্রতি নবী হয়ে তাশরীফ এনেছিলেন ✯ হযরত সালেহ عَلَيْهِ السَّلَام সামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি নবী হয়ে তাশরীফ এনেছিলেন। ✯ কিন্তু কুরবান হয়ে যাই! প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা عَلَيْهِ السَّلَام এর ব্যাপারে এই ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা বিশেষ অঞ্চলের নন বরং সমগ্র মানবজাতির নবী।

(৪) পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম সীরাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সর্বশেষ নবী হওয়ার চতুর্থ দাবী হলো; সর্বশেষ নবীর সীরাত হতে হবে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোত্তম, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আসা প্রতিটি মানুষের জন্য তাঁর সীরাতে ব্যবহারিক আদর্শ পাওয়া যায়। সুতরাং আল্লাহ পাক যখন ইরশাদ করলেন:

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ
(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল হন এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ।

এতে খতমে নবুয়ত আকিদার পাশাপাশি এই বিষয়ের ঘোষণাও অন্তর্ভুক্ত যে, এখন যেই নবী তাশরীফ এনেছেন তিনি সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ সীরাতসম্পন্ন নবী।

সীরতে মুস্তফার ব্যাপকতা

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ

(পারা ৭, সূরা আনআম, আয়াত ৯০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সুতরাং তোমরা তাদেরই পথে চলো।

اِقْتِدَاء শব্দের অর্থ হলো: অন্য কারো আদর্শের উপর চলা, কারো মতো গুণ ও চরিত্র নিজের মাঝে অর্জন করা, যাতে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি হয়ে যায়।

(তাফসীরে নঈমী, পারা: ৭, সূরা আনআম, ৯০নং আয়াতের পাদটীকা, ৭/৬১২)

অর্থাৎ হে প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। যেমন; ✯ হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর সহনশীলতা অনেক চমৎকার ছিল যে, ৯৫০ বছর তাবলীগ করেছেন, কষ্ট সহ্য করেছেন কিন্তু উফ বলেননি ✯ হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام প্রথম স্তরের দানবীর এবং খোদার পথে কুরবানী দানকারী ছিলেন ✯ হযরত আইয়ুব, হযরত ইসহাক এবং হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِمُ السَّلَام প্রথম স্তরের ধৈর্যশীল ছিলেন ✯ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام অনেক বড় বড় মুজিযাসম্পন্ন, কুশলী ও হিকমতওয়ালা ছিলেন ✯ হযরত ইয়াহিয়া ও ঈসা عَلَيْهِمَا السَّلَام প্রথম স্তরের দুনিয়াবিমুখ ছিলেন ✯ হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام অত্যন্ত সত্যবাদী ও অঙ্গীকার পূর্ণকারী ছিলেন

☆ হযরত ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام প্রথম স্তরের বিনয়ী ও নম্র ছিলেন। মোটকথা সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام উৎকর্ষতা সম্পন্ন ছিলেন কিন্তু বিশেষ বিশেষ গুণের জন্য তাঁরা শীর্ষ পর্যায়ের উৎকর্ষতাপূর্ণ ছিলেন। হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি এই সমস্ত উৎকর্ষতাকেই অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে গ্রহণ করুন (বরং ঐ আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام চেয়েও বহু অংশে বেশি) সমস্ত উৎকর্ষতার আধার হয়ে যান!

(তাফসীরে নঈমী, পারা: ৭, সূরা আনআম, ৯০নং আয়াতের পাদটীকা, ৭/৬১৩)

سُبْحٰنَ اللهِ! কোনো ফার্সী কবি কতই না চমৎকার বলেছেন:

حُسنِ یُوسُف، دَمِ عیسیٰ، یَدِ بَیْضَا دَارِی
آنچِہ خُوبانْ ہَمَہ دَارَنْدْ، تُو تَنْہَا دَارِی

হুসনে ইউসুফ, দমে ঈসা, ইয়াদে বায়দা দারি
আনচা খুবান হামা দারান্দ, তু তনহা দারি

মর্মার্থ: অর্থাৎ হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام সুন্দরে পূর্ণতা পেয়েছেন, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ফুঁ দিয়ে প্রাণহীনকে প্রাণ দিতেন, হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام জ্যোতির্ময় হাতের মুজিযা পেয়েছিলেন; সবাই অনেক বড় বড় উৎকর্ষতার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, তাঁদের ঐ সমস্ত উৎকর্ষতাই আপনার একক সত্তার মাঝে জড়ো করে দেওয়া হয়েছে।

সর্বপ্রথম ও মহান আমাদের নবী

হযরত সায়্যিদা আমেনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন: যখন হুযূরে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভূমিষ্ঠ হলেন তখন আমি দেখলাম যে, একটি বিশাল মেঘ এলো, যাতে আলোর পাশাপাশি ঘোড়ার হ্রেষা এবং পাখি

উড়ার আওয়াজ ছিল এবং কিছু মানুষের কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছিল। এরপর হঠাৎ হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার সামনে থেকে গায়েব হয়ে গেলো। আমি শুনলাম কেউ ঘোষণা করছে: মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে পূর্ব ও পশ্চিমে পরিভ্রমণ করাও! তাঁকে সমুদ্রসমূহে নিয়ে যাও! যাতে সমগ্র মহাবিশ্ব তাঁর নাম, তাঁর হুলিয়া, তাঁর গুণাবলী জেনে নেয়। তাঁকে সমস্ত প্রাণীকুল অর্থাৎ জ্বীন-মানব, ফেরেশতা এবং পশু-পাখির সামনে উপস্থাপন করো! ✯ তাঁকে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর রূপ ✯ হযরত শীস عَلَيْهِ السَّلَام এর মারিফাত ✯ হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর বীরত্ব ✯ হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর বন্ধুত্ব ✯ হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর ভাষা ✯ হযরত ইসহাক عَلَيْهِ السَّلَام এর সন্তুষ্টি ✯ হযরত সালেহ عَلَيْهِ السَّلَام এর বাগ্মিতা ✯ হযরত লুত عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রজ্ঞা ✯ হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর সুসংবাদ ✯ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর গাম্ভীর্য ✯ হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর ধৈর্য ✯ হযরত ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام এর আনুগত্য ✯ হযরত ইউশা عَلَيْهِ السَّلَام এর আল্লাহর পথে লড়াই ✯ হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর কণ্ঠ ✯ হযরত দানিয়াল عَلَيْهِ السَّلَام এর ভালবাসা ✯ হযরত ইলিয়াস عَلَيْهِ السَّلَام এর গাম্ভীর্য ✯ হযরত ইয়াহিয়া عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্রতা ✯ হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর যুহুদ দান করে তাঁকে সমস্ত পয়গম্বরদের উৎকর্ষতা এবং সুন্দর চরিত্রে সুশোভিত করো! **(সীরাতে মুস্তফা, পৃষ্ঠা: ৬৮-৬৯)**

سُبْحٰنَ الله! এটিই হলো প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খতমে নবুয়তের শান...!! যখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করে দিলেন যে, আপনি সর্বশেষ নবী, তো এর একটি অর্থ এও যে, আমি আপন মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ✯ ঐ নির্মরতা দিয়েছি যে, আদম عَلَيْهِ السَّلَام ঈর্ষা করেন

☆ ঐ বন্ধুত্ব দিয়েছি যে, হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام ঈর্ষা করেন ☆ ঐ কালীম এর শান দিয়েছি যে, হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام ঈর্ষা করেন ☆ ঐ রূপ-মাধুর্য দিয়েছি যে, ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর দীদারের আকাঙ্ক্ষা করেন ☆ ঐ দেশ ও রাজত্ব দিয়েছি যে, সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام ঈর্ষা করেন ☆ ঐ ধৈর্য দিয়েছি যে, ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام ঈর্ষা করেন এবং ☆ ঐ নিরাময় শক্তি দিয়েছি যে, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ঈর্ষা করেন। মোটকথা; সমস্ত গুণাবলী ও উৎকর্ষতা এমন দান করেছি যে, এর মতো আগেকার নবীদেরও দেওয়া হয়নি।

ذات ہوئی انتخاب، وَصف ہوئے لاجواب
نام ہوا مصطفےٰ تم پہ کروڑوں درود

যাত হুয়ি ইন্তিখাব, ওয়াসফ হুয়ে লাজওয়াব
নাম হুয়া মুস্তফা তুম পে করোড়ো দরুদ

(হাদায়িকে বখশীশ, পৃষ্ঠা: ২৬৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনে করীমের এই একটি শব্দ রয়েছে:

خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ।

এই একটি শব্দের ভেতর দেখুন! প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কেমন কেমন শান বর্ণিত হয়েছে। এতেই তাঁর ইলমের প্রশস্ততার বর্ণনা বিদ্যমান, এতেই তাঁর দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ হওয়ার বর্ণনা বিদ্যমান এবং এতেই তাঁর অতুলনীয় হওয়ার বর্ণনা বিদ্যমান।

তবে আমরা কেন দুলে দুলে স্লোগান দেব না:

محمد مصطفیٰ	سب سے آخری نبی!	احمد مجتبیٰ	سب سے آخری نبی!
آمنہ کا لاڈلہ	سب سے آخری نبی!	شاہِ ہر دو سرا	سب سے آخری نبی!
تاجدارِ انبیا	سب سے آخری نبی!	ہیں حبیب کبریا	سب سے آخری نبی!
ہیں شفیع الورا	سب سے آخری نبی!	عاصیوں کا آسرا	سب سے آخری نبی!
اعتقادِ فاطمہ	سب سے آخری نبی!	ہے یقین عائشہ	سب سے آخری نبی!
عقیدہ سب صحابہ کا!	سب سے آخری نبی!	عقیدہ اہلِ بیت کا!	سب سے آخری نبی!
عقیدہ غوث پاک کا!	سب سے آخری نبی!	اَوْلیا نے بھی کہا!	سب سے آخری نبی!
شیخ و شاب نے کہا	سب سے آخری نبی!	بچہ بچہ بول اُٹھا	سب سے آخری نبی!
ہے عقیدہ رضا	سب سے آخری نبی!	نعرہ ہے عطّار کا	سب سے آخری نبی!

মুহাম্মদে মুস্তফা	**সব সে আখেরী নবী!**
আহমদে মুজতাবা	**সব সে আখেরী নবী!**
আমেনা কা লাডলা	**সব সে আখেরী নবী!**
শাহে হার দোসরা	**সব সে আখেরী নবী!**
তাজদারে আম্বিয়া	**সব সে আখেরী নবী!**
হে হাবীবে কিবরিয়া	**সব সে আখেরী নবী!**
হে শফীউল ওয়ারা	**সব সে আখেরী নবী!**
আসিওঁ কা সাহারা	**সব সে আখেরী নবী!**
এ'তেকাদে ফাতেমা	**সব সে আখেরী নবী!**
হে ইয়াকিনে আয়েশা	**সব সে আখেরী নবী!**
আকিদা সব সাহাবা কা!	**সব সে আখেরী নবী!**
আকিদা আহলে বাইত কা!	**সব সে আখেরী নবী!**

আকিদা গাউসে পাক কা! সব সে আখেরী নবী!
আউলিয়া নে ভী কাহা! সব সে আখেরী নবী!
শায়খ ও শাব নে কাহা সব সে আখেরী নবী!
বাচ্চা বাচ্চা বোল উঠা সব সে আখেরী নবী!
হে আকিদায়ে রযা সব সে আখেরী নবী!
নারা হে আত্তার কা সব সে আখেরী নবী!

(ওয়াসায়িলে ফিরদাউস, পৃষ্ঠা: ৫১-৫২)

উম্মতের জন্য খতমে নবুওয়তের ফয়যান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বশেষ নবী হয়ে তাশরীফ এনেছেন, এই খতমে নবুয়ত শানের ফয়যান আমাদেরও নসীব হয়েছে। ✯ তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বশেষ নবী, সুতরাং এখন আমাদের আর অন্য কোনো নবীর অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। এটি অনেক বড় একটি পরীক্ষা ছিল, যা থেকে আমরা রেহাই পেয়েছি। জি হ্যাঁ! আগে এক নবীর কালেমা পড়ত, এরপর নতুন নবী তাশরীফ আনলে আগের জনের কালেমা ছেড়ে নতুন নবীর কালেমা পড়া বড় পরীক্ষার বিষয় ছিল। যারা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর কালেমা পড়ত, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام আসার পর তাদের জন্য পরীক্ষা হয়ে গেল; তারা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর কালেমা ছাড়তে প্রস্তুত ছিলো না, তারা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে শহীদ করে দেওয়ার অপবিত্র চেষ্টা করেছিলো, ফলশ্রুতিতে জাহান্নামের যোগ্য হয়েছিলো। ভাবুন! যদি এই পরীক্ষায় আমাদেরও ফেলা হতো, তবে পরখ করতে হতো যে, যিনি এখন নবুওয়তের দাবী করছেন তিনি সত্য নাকি মিথ্যা; এটি অনেক বড় পরীক্ষার বিষয় ছিল। কুরবান হয়ে যাই! প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাদের এই পরীক্ষা থেকে বাঁচিয়ে

নেওয়া হয়েছে। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বশেষ নবী হয়ে তাশরীফ এনেছেন, এখন ব্যস বিষয়টি চূড়ান্ত, আর কোনো নতুন নবী আসবে না। কোনো পাপিষ্ঠ নবুওয়তের দাবী করলেও পরখ করার প্রয়োজনই নেই; চোখ বন্ধ করে বলে দিন এই পাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদী। ভাবুন! এই পরীক্ষা না থাকা কত বড় নেয়ামত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় তা আমাদের নসীব হয়েছে। ✯ একইভাবে আরও অনেক ফয়যান রয়েছে, যা প্রিয় আক্বার খতমে নবুয়ত শানের বরকতে আমরা লাভ করেছি। একটি ফয়যান এও যে আমাদের খায়রে উম্মত উপাধি নসীব হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমরা শ্রেষ্ঠতম ঐসব উম্মতের মধ্যে, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানব জাতির মধ্যে, সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছো এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করছো।

নেকীর দাওয়াত দেওয়া আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর দায়িত্ব ছিল। যখন আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বশেষ নবী হয়ে তাশরীফ আনলেন, এখন স্বাভাবিকভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত কোনো নতুন নবী জন্ম নিতেই পারে না, সুতরাং এখন আমাদের এই যিম্মাদারী দেওয়া হয়েছে যে, নবীদের কাজ এখন এই উম্মত করবে, অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত আগে নবীরা দিতেন, এখন উম্মতরা দিবে।

অতঃপর এই ভিত্তিতে অর্থাৎ এরা নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী উম্মত, সুতরাং আল্লাহ পাক এই উম্মতকে খায়রে উম্মত (সর্বোত্তম উম্মত)

উপাধি দান করেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এটি আমাদের আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খতমে নবুয়ত শানের ফয়যান।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে খতমে নবুয়ত আকিদার উপর অবিচলতা দান করুক। শানে খতমে নবুয়তের এই যে ফয়যান আমোদের নসীব হয়েছে, হায়! আমরা যেন এই পদমর্যাদাকে অনুধাবনকারী হয়ে যাই, এই পদমর্যাদার দাবী পূরণ করার অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী হয়ে যাই।

১২টি দ্বীনি কাজ করুন...!!

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী বিশ্বব্যাপী নেকীর দাওয়াত প্রসার করায় সদা ব্যস্ত রয়েছে। আপনারাও এই দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান! ✯ সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করুন! ✯ ফয়যানে সুন্নাতের দরস শুনুন ও প্রদান করুন! ✯ এলাকায়ী দাওরায় অংশগ্রহণ করুন! ✯ তাফসীর শোনা ও শোনানোর হালকা লাগান অথবা এতে অংশগ্রহণ করুন! ✯ ফজরের জন্য জাগান! ✯ প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়ুন বা পড়ান! ✯ আশিকানে রাসূলের সাথে কাফেলায় সফর করুন! এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله ইলমে দ্বীন শেখার, সুন্নাত শেখার, এর উপর আমল করার এবং অপরকে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার সৌভাগ্য নসীব হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد